গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিষয়ঃ ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত_উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা্র ডাটাবেজ, ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রম ১.২.১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ক্রমিক নং	**ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা/আইডিয়ার নাম**	**সেবা/আইডিয়ার সংক্ষিপ্ত বিবরণ**	**সেবা/আইডিয়াটি কার্যকর আছে কি-না/ না থাকলে কারণ**	**সেবা গ্রহীতাগণ প্রত্যাশিত ফলাফল পাচ্ছে কি-না**	**সেবার লিংক**	**মন্তব্য**
০১.	**ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম**	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী তার কম্পিউটার হতে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়ারে লিংকে প্রবেশ করে দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার্য মালামাল, স্টেশনারি ইত্যাদির চাহিদাপত্র তৈরি করতে পারবেন। অতঃপর সেবা শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত মালামাল সরবরাহের অনুমোদন প্রদান করবেন। অনুমোদিত চাহিদাপত্রটি স্টোরের নিকট চলে যাবে এবং অনুমোদন অনুযায়ী তিনি তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সরবরাহ করবেন। মন্ত্রণালয়ের মালামাল ক্রয়, বিতরণ ও স্টোরের বর্তমান	হাঁ	হাঁ	http://114.130.119.63/store/login	

		অবস্থাসহ সকল তথ্যাদি ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ থাকবে। ফলে এ ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতানিশ্চিত হবে।				
০২.	কেইস ম্যানেজমেন্ট এন্ড মনিটরিং সিস্টেম	পূর্বে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের কারণে মামলার তথ্য তাৎক্ষণিক খুঁজে পাওয়া যেতো না। অগ্রিম নোটিশ প্রদান করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়তো। বর্তমানে দপ্তরসমূহ নিজ নিজ ড্যাশবোর্ড থেকে নিজেরাই তথ্য পাবে। এছাড়া জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ড্যাশবোর্ড থেকে অধিনস্থ সকল দপ্তর/সংস্থার তথ্য পাওয়া যাবে। অনলাইনে প্রয়োজনী ব্যবস্থা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারছেন।	হাঁ	হাঁ	http://114.130.119.63/case/public/	
০৩	আইসিটি কমপ্লেইন ম্যানেজমেন্ট	নানা সময় আইসিটি সংক্রান্ত সমস্যা হয়ে থাকে। এজন্য ম্যানুয়ালি চিঠি প্রদান করত এবং সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। এতে সময় বেশি লাগত। তাছাড়া, এ গুলোর কোন রেকর্ড থাকেনা। কি ধরনের সমস্যা বেশি হয়ে থাকে, কত বার হয়ে থাকে তা	হাঁ	হাঁ	http://114.130.119.63/complain-management/login.php	

		অনুমান করা যাবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।				
০৪।	সিনিয়র সচিব মহোদয়ের দৈনন্দিন কর্মসূচি ম্যানেজমেন্ট	এ বিভাগের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের দৈনন্দিন কর্মসূচির সহজে যে কোন স্থান হতে এ্যাকসেস করা, সহজে আপডেট ও প্রিন্ট করা এবং ডাটাবেজ তৈরি করার জন্য এ সেবা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।	হাঁ	হাঁ	http://114.130.119.63/mpemr_project/dailyPrograms	
০৫।	এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতি প্রদান সেবা সহজিকরণ	লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) অর্থাৎ চাপে তরলীকৃত জ্বালানী গ্যাস জ্বালানী হিসেবে রান্নায়, গাড়িতে ও ভবনের তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে (HVAC) ব্যবহৃত হয়। পাইপলাইনের গ্যাস সংযোগ বন্ধ থাকায় দেশে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলপিজি) চাহিদা বাড়ছে। এতে বাড়ছে এলপি গ্যাস সিলিন্ডারের চাহিদাও। দেশে বর্তমানে ২০ শতাংশ হারে এলপি গ্যাসের গ্রাহক বাড়ছে। প্রতি বছরে ১৫-১৬ লাখ সিলিন্ডার প্রয়োজন হয়। বছরে ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে আগামী পাঁচ বছর পর দেশে ২৪ লাখ সিলিন্ডার	হাঁ	হাঁ	প্রজোয্য নয়	

		প্রয়োজন হবে। এ জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জনগণের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্য এপিজি প্লান্ট হতে সিলিন্ডারজাত করে বাজারে সরবরাহ করে থাকে। এ গ্যাসের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন এলপিজি প্লান স্থাপনের চাহিদা দেখা দেয়। এ প্লান্ট স্থাপনের প্রক্রিয়া সহজতর করার জন্য উদ্ভাবনী কার্যক্রম হতে এলপিজি প্ল্যান্ট স্থাপনের অনুমতি প্রদান সেবা সহজিকরণের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ধাপ ১৬ হতে ১১ টি করা হয়েছে। যাতায়াত ৮ হতে কমে ৪ বার করা হয়েছে।				
০৬।	অটগ্যাস স্টেশন স্থাপনের প্রাথমিক অনুমোদন সেবা সহজিকরণ	যানবাহনে অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল ও সিএনজির পরিবর্তে লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) এর ব্যবহার একটি পরিবেশ বান্ধব বিকল্প জ্বালানি হিসেবে বিশ্বময় পরিচিতি লাভ করেছে। এ জ্বালানি দ্বারা চালিত গাড়ী থেকে নির্গত কার্বনডাই-অক্সাইড, কার্বন মনো-অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড ও সালফার ডাই-অক্সাইড যে পরিমাণ বায়ু ও পরিবেশকে দূষণ করে এলপিজি	হাঁ	হাঁ		

		(অটোগ্যাস) ব্যবহারে তা বহুলাংশে কম হয়। তাছাড়া, এ জ্বালানির চেয়ে এলপিজি এর খরচ তুলনামূলকভাবে কম। বাংলাদেশের যানবাহনে এ জ্বালানির বিকল্প হিসেবে এলপিজি ব্যবহারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করা সম্ভব। এ কারণে যানবাহনে এলপিজি ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই অটোগ্যাস স্টেশন স্থাপনের প্রক্রিয়া আরও সহজতর করার জন্য উদ্ভাবনী কার্যক্রমের হতে সেবাটি সহজিকরণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ৬০ টি ধাপ হতে ৪৪ টি ধাপে আনা হয়েছে। ৮ বার ভিজিটর পরিবর্তে ৪ বার হয়েছে।				
	ল্যান ভিত্তিক ফটোকপি করা উদ্ভাবনী	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বিদ্যমান ব্যবস্থায় ফটোকপি করা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কোন ডকুমেন্ট এক কম্পিউটার হতে অন্য কম্পিউটারে নিয়ে গেলে ফন্ট ভেঙ্গে যায়। তাছাড়া, বেশি পরিমাণে ফটোকপি করতে হলে প্রথমে প্রিন্টারে প্রিন্ট করার পর মেনুয়ালি ফটোকপি করতে হয় ফলে প্রিন্টারে যেমন	হ্যাঁ	হ্যাঁ		

		কালি ও খরচ বেশি লাগে তেমনি মেনুয়ালি ফটোকপিতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অধিক থাকে। তাই ল্যান ভিত্তিক ফটোকপি করা সেবা প্রদান করা হলে এ বিভাগের সকল কম্পিউটার/ল্যাপটপে এক নেটওয়ার্কে ল্যান সিস্টেমের মাধ্যমে সহজেই ফটোকপি মেশিনে ফটোকপি/প্রেন্ট করা যাবে। এতে বাড়তি ফটোকপি মেশিন ও প্রিন্টারের প্রয়োজন হবে না। যাদের কম্পিউটার/ল্যাপটপে প্রিন্টার সংযোগ নাই তারাও অতি সহজেই ফটোকপি/প্রিন্ট করতে পারবে। আর সামগ্রিকভাবে প্রিন্টারের সংখ্যা কমে যাবে যার ফলে খরচ, সময় ও কালির অনেক সাশ্রয়ী হবে। তাছাড়া অতিরিক্ত ফটোকপি মেশিন/প্রিন্টার রক্ষণাবেক্ষণ এবং টোনার সরবরাহ করা ব্যয়বহুল।				
	ল্যান ভিত্তিক প্রিন্টিং করা উদ্ভাবনী	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের বিদ্যমান ব্যবস্থায় অধিকাংশ কম্পিউটার/ল্যাপটপে প্রিন্টার সংযোগ নাই বিধায় দাপ্তরিক কাজে প্রিন্টিং এর নানাবিধ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		

		সমস্যার সমুখ্খীন হতে হয়। তাই ল্যানভিত্তিক প্রিন্টিং সেবা প্রদান করা হলে এ বিভাগের সকল কম্পিউটার/ল্যাপটপে এক নেটওয়ার্কে ল্যান সিস্টেমের মাধ্যমে সহজেই এক কম্পিউটার হতে অন্য যেকোন প্রিন্টারে প্রিন্ট করা যাবে। এতে বাড়তি প্রিন্টারের প্রয়োজন হবে না। যাদের কম্পিউটার/ল্যাপটপে প্রিন্টার সংযোগ নাই তারাও অতি সহজেই প্রিন্ট দিতে পারবে। আর সামগ্রিকভাবে প্রিন্টারের সংখ্যা কমে যাবে যা অনেক সাশ্রয়ী হবে। তাছাড়া অতিরিক্ত প্রিন্টার রক্ষণাবেক্ষণ এবং টোনার সরবরাহ করা ব্যয়বহুল।				